সংযুক্তি-০২

ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী অধ্যাদেশ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। (১) এই অধ্যাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী অধ্যাদেশ" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ ১৫-০৫-২০০৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩৮৩তম সভার ৬ নম্বর সিদ্ধান্ত মতে ০১-০১-২০০৫ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে –

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮-এর ১৮ (৩) ধারা মতে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী অধ্যাদেশ;

(খ) "অসদাচরণ" অর্থ আইন-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার পক্ষে ক্ষতিকর অথবা কোন শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত অশোভনীয় আচরণ;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮-এর ধারা ১৬-এ উল্লিখিত কোন কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কর্মকর্তা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "কর্মচারী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারী;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যান;

(ছ) "ছাত্র" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত/অনিয়মিত শিক্ষাকার্যক্রমে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র বা ছাত্রী;

(জ) "ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটি" অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮-এর ২৮(৩) ধারা মতে গঠিত ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটি;

(ঝ) "ডীন" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষদের প্রধান (ডীন অব গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজসহ);

(ঞ) "তদন্ত কমিটি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কিংবা ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্র-শৃঙ্খলার অবনতি কিংবা অনাকাঙ্খিত ঘটনা সংঘটিত হইলে কিংবা অন্য যেকোনভাবে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইলে বিশৃঙ্খলার ধরণ ও কারণ নিরূপণ এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণসহ কার্যকর নির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি;

(ট) "প্রক্টর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর;

(ঠ) "প্রশিক্ষণ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ;

(ড) "প্রভোস্ট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলসমূহের প্রধান;

(ঢ) "বিধিমালা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীন প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মমালা;

(ণ) "বিভাগীয় প্রধান" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান;

(ত) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়;

(থ) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(দ) "রেজিস্ট্রার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(ধ) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;

(ন) "বিশ্ববিদ্যালয় আইন" অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত ১৯৯৮ সনের ১৬নং আইন তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিধানকল্পে প্রণীত আইন;

(প) "সংবিধি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি; এবং

(ফ) "সিন্ডিকেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট।

৩। ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির ক্ষমতা ও কার্যপরিধি ঃ

ক) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে কিংবা বাহিরে সংঘটিত আইন ও ছাত্র-শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদনে উল্লেখিত দোষী ছাত্র কিংবা ছাত্রদের কৃত অপরাধের ধরণ ও মাত্রা নির্ধারণপূর্বক উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে সিন্ডিকেট বরাবরে সুপারিশ করা;

খ) ছাত্র-শৃঙ্খলা তথা এই অধ্যাদেশে বর্ণিত বা তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে কমিটির বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা;

গ) সিন্ডিকেট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৪। যে সকল বিষয় অসদাচরণ বা শৃঙ্খলা বিরোধী শাস্তিযোগ্য কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা হইল ঃ

ক) কোন ছাত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আদেশ, আইন বা নিয়ম-বিধি অমান্য করে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষের যৌক্তিক সিদ্ধান্তের বা কোন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধাচরণ বা নিন্দা করে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ করে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করে অথবা এমন কোন কাজ সম্পাদন করে যাহা বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়;

১৭.০৫.০৭

খ) কোন ছাত্রের নৈতিক বা চারিত্রিক স্খলন ঘটিলে অথবা কোন ছাত্র কুরুচিপূর্ণ ছবি প্রদর্শন, সংরক্ষণ কিংবা বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকিলে; মাদক দ্রব্য বহন, সেবন, সংরক্ষণ বা বিতরণ করিলে; আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য, ধারালো অস্ত্র বা লাঠিসোটা বহন, সংরক্ষণ, বিতরণ কিংবা ব্যবহার করিলে;

গ) কোন ছাত্র অবৈধভাবে এসিড বা এসিড জাতীয় কিংবা অন্য কোন প্রকার ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বহন, সংরক্ষণ, বিতরণ কিংবা অন্য কোন ছাত্রকে বা ব্যক্তিকে আক্রমণার্থে নিক্ষেপ করিলে;

ঘ) ছাত্রদের নিজেদের ভিতরে একক বা গ্রুপ ভিত্তিতে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে প্ররোচিত করিলে বা শৃঙ্খলাজনিত কোন অপরাধ সংঘটিত করিলে;

ঙ) কোন ছাত্র এককভাবে অথবা যৌথভাবে ধর্মঘট আহবান করিলে অথবা মিছিল বা সভা-সমাবেশ আহবান করিলে, অথবা কোন ছাত্র অন্য কোন ছাত্রকে ক্লাসে বা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে বাধা দিলে বা গবেষণা মাঠে কিংবা গবেষণাগারে বা গ্রন্থাগারে যাওয়া হইতে বিরত রাখিলে বা রাখার চেষ্টা করিলে;

চ) এক ছাত্র অন্য ছাত্রকে উত্যক্ত করিলে কিংবা শারিরীক বা মানসিকভাবে নির্যাতন করিলে, ভয়ভীতি প্রদর্শন করিলে কিংবা কোন প্রকার নেশা বা মাদকদ্রব্য [illegible] উৎসাহিত বা বাধ্য করিলে কিংবা অনৈতিক কাজে অংশ গ্রহণে বাধ্য করিলে বা উৎসাহ প্রদান করিলে;

ছ) কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী অথবা সুনাম ক্ষুন্নকারী কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করিলে বা বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদান করিলে;

জ) কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পদের ধ্বংস, ক্ষতিসাধন বা আকৃতি পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করিলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ছাত্র একক বা যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্থাপনায় পোস্টার বা ব্যানার টাঙ্গালে কিংবা দেয়াল লিখনে অংশগ্রহণ করিলে কিংবা উল্লেখিত কাজে অন্যকে প্ররোচিত বা বাধ্য করিলে;

ঝ) কোন ছাত্র দুশ্চরিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলে; এবং

ঞ) কোন ছাত্র দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থি কর্মকান্ডে লিপ্ত হইলে।

৫। অসদাচরণ বা শৃঙ্খলা বিরোধী কাজের জন্য শাস্তির প্রকৃতি ঃ

ক) সতর্ক করা, মুচলেকা গ্রহণ, জরিমানা ধার্য করা, জামানত (Caution money) বাতিল করা, বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড বন্ধ করা, ক্ষতিপূরণ আদায় করা, ডরমিটরী হইতে সাময়িক বা

স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা, সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করা, সার্টিফিকেট বাতিল করা।

খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র বা ছাত্রদের বিরুদ্ধে কি ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা তাহার বা তাহাদেরকৃত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী, যাহা তাহার বা তাহাদের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তাহা ধার্য করিবেন।

৬। যে সকল কাজ শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অসদাচরণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়াবলীসহ নিম্নলিখিতভাবে ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যানকে অবগত করিতে হইবে ঃ

ক) কোন ছাত্র দ্বারা ভরমিটরীতে বা ভরমিটরী সংলগ্ন এলাকায় শৃঙ্খলাভঙ্গ বা অসদাচরণের ঘটনা সংঘটিত হইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮ এর ৩৯(ঙ) ধারামতে প্রভোস্ট তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। প্রভোস্ট তাহার বিবেচনায় অপরাধের ধরণ অনুযায়ী অধিকতর শাস্তির আবশ্যকতা বোধ করিলে তিনি তাহার সুপারিশ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

খ) শ্রেণীকক্ষে বা গবেষণাগারে এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মকর্তা বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

গ) ক্যাম্পাসের অন্য কোথাও এইরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রক্টরকে অবহিত করিবেন।

ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে কোন ঘটনা সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহা প্রক্টরকে অবহিত করিবেন।

৭। ক) ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটি ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই বা কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নাই বলিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর মনে করেন তাহা হইলে তিনি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাত্র কর্তৃক একক কিংবা যৌথভাবে প্রকাশিত যে কোন জার্ণাল, ম্যাগাজিন, বুলেটিন, পুস্তিকা, লিফলেট, নেয়ালিকা অথবা কোন ছাপা, ফটোকপি, হাতে লিখা বা সাইক্লোস্টাইল করা প্রকাশনা জব্দ বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১৭.১০.০৭

গ) ভাইস-চ্যান্সেলর জরুরী পরিস্থিতিতে ছাত্র-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন মনে করিলে তিনি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণতঃ যে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই কর্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র সম্ভব গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

৮। যদি কোন ছাত্র বা ছাত্রদের বিরুদ্ধে অসদাচরণজনিত কোন অভিযোগ একাডেমিক কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়, একাডেমিক কাউন্সিল সুপারিশসহ উহা ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

৯। শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী ছাত্রের বা ছাত্রদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইল তাহা সংশ্লিষ্ট ডরমিটরী প্রভোস্ট, প্রক্টর, সংশ্লিষ্ট ডীন ও রেজিস্ট্রার দপ্তরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

১০। কোন ছাত্র দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত হইলে, সেক্ষেত্রে প্রচলিত আইনানুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১১। কোন ছাত্র দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কর্মকান্ডে লিপ্ত হইলে কিংবা উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন

১২। আপীল ও শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্র তাহার উপর আরোপিত শাস্তির আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে। তবে উক্ত আপীল শাস্তি আরোপের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে করিতে হইবে

১৩। শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে দোষী ছাত্র ও ছাত্রের অভিভাবক যৌথভাবে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন শর্ত মানিয়া মুচলেকা প্রদান করিলে ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্রের কৃত অপরাধের ধরণ ও প্রদত্ত শাস্তির ব্যাপকতা বিবেচনাপূর্বক উক্ত ছাত্রের শাস্তির পরিমাণ লাঘব কিংবা মওকুফ করিতে পারিবেন

১৪। এই অধ্যাদেশের কোন ধারার ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে এতদবিষয়ে ছাত্র-শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে

১৫। এই অধ্যাদেশে বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে সিন্ডিকেট-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে

২৭.০৫.০৭